29

ভোরের কাগজ

তারিখ ... DEC 07 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

স্কুলে ভর্তি নিয়ে উৎকণ্ঠা দেদারসে চলছে তদবির

মানস ঘোষ : রাজধানীর নাম করা স্কুলগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়তে শুরু করেছে। ভালো স্কুলের সংখ্যা একেবারে কম হওয়ায় অভিভাবকরা সেগুলোতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। ইতিমধ্যে নগরীর সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ১ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী রাজধানীর স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হয়।

ঢাকার সরকারি স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া ডিসেম্বরেই শেষ হবে। বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে সেন্ট যোসেফ, উদয়নসহ বেশ কয়েকটি স্কুলে ইতিমধ্যে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নগরীর অন্যান্য বেসরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা, চলতি মাস এবং জানুয়ারিতে ঈদের ছুটি শেষে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকার নাম করা বেশ কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এখন থেকেই তাদের কাছে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য নানা অনুরোধ, তদবির এবং চাপ আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে শিক্ষা বিভাগের ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পর্যন্ত নানা উপায়ে স্কুলগুলোতে তদবির নিয়ে হাজির হচ্ছে। কোনো কোনো বেসরকারি স্কুলের কর্মচারীরা ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে বলে শিক্ষক-

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

স্কুলে ভর্তি নিয়ে উৎকণ্ঠা দেদারসে চলছে তদবির

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষিকারা অভিযোগ করেছেন। তারা এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্যও অভিভাবকদের অনুরোধ জানান।

পাশাপাশি অনেক স্কুল সম্পর্কেই বিপুল অঙ্কের টাকা 'ডোনেশন' নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভর্তিচ্ছু শিশুদের অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকরা বলেছেন, মোট আসনের একটি অংশ 'ডোনেশন' নিয়ে ভর্তির জন্য তারা আলাদা করে রাখেন। তবে এতে সাধারণ ভর্তিচ্ছুদের স্বার্থহানী ঘটে না। তারা বলেন, ১০০টি আসনের মধ্যে ১০টি ডোনেশন আসন থাকলে ৯০টিতেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা হচ্ছে।

উদয়ন স্কুলে কেজি শ্রেণীতে ১৫০টি আসনের জন্য গত ২৭ নভেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মৌখিক পরীক্ষা। এ স্কুলে মোট আবেদন পড়েছিল ১ হাজার ৯৪টি। সেন্ট যোসেফ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ১১০ আসনের জন্য আবেদন পড়েছিল প্রায় ৭০০টি। পরীক্ষা হয় গত ৩ ডিসেম্বর। হলিক্রস স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ৫০টি এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৫০টি আসনের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮, ১৯ এবং ২০ ডিসেম্বর। ভর্তির ফরম এখন বিক্রি হচ্ছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বেইলি রোড শাখায় ১ম শ্রেণীতে ৫৫০ আসনে এবং ধানমণ্ডি শাখায় ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫৫০ আসনের পরীক্ষা ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষার নোটিশ দেওয়া হবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর। এছাড়াও আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, আরমানিটোলা স্কুল, আজিমপুর স্কুলসহ বেশকটি নাম করা স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ঈদের ছুটির পর। বেশিরভাগ স্কুলে ১ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

রাজধানীর সরকারি স্কুলে ভর্তি কার্যক্রম

রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলে চলতি মাসেই শেষ হবে ভর্তি কার্যক্রম। ইতিমধ্যে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর এসব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো সরকার নির্ধারিত ৪০ টাকা মূল্যে আবেদনপত্র বিক্রি হবে ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর জন্য ছাত্রছাত্রীদের বাংলা এবং গণিত প্রতিটিতে ৫০ নম্বরের উত্তর লিখতে হবে। ৩য় শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তু বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০ এবং গণিতে ৪০ নম্বর। রাজধানীর সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার তত্ত্বাবধানে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর।

জানা গেছে, অধিকাংশ সরকারি স্কুলে ১ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ দুটি শ্রেণীতে গড়ে আসন সংখ্যা ৬০টির বেশি হবে না। অন্যান্য শ্রেণীতে আসন খালি হলেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে যেসব স্কুলে পৃথক সেকশন বা শিফট রয়েছে সেগুলোতে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর সরকারি স্কুলগুলো শ্রেণীভিত্তিক শূন্য আসনসংখ্যা ঘোষণা করবে।

২৬ ডিসেম্বর যেসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেগুলো হলো : গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। ২৭ ডিসেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ (স্কুল শাখা), ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

২৮ ডিসেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে।

এদিকে সরকার এ বছর সারাদেশে বিভাগীয় ও জেলা সদরের প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মোট আসনের শতকরা ১০ ভাগ স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী পাস ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে পূরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাইয়ার সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর সরকারি স্কুলে ২০০০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তিসংক্রান্ত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের গত বছর গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকর করার পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সঠিক নির্দেশের অভাবে শেষ পর্যন্ত অনেক স্কুলেই আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। এ বছর তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুলগুলোতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে সূত্র জানায়।